কৃষি সুপারিশ

১৩-১৬ ই জুলাই ২০২৩ (২৭-৩০ শে আষাঢ়, ১৪৩০)

ধানের মুল জমি তৈরী : বোনা আউশ বা আমন চাষের জন্য ৩-৪ বার লাঙল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে এবং ভালোভাবে আগাছা বেছে নেয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। রোয়া আউশ বা আমন চাষের জন্য ১২-১৫ সেমি গভীর কাঁদা করতে হবে।এজন্য শুকনো অবস্থায় ২ বার ও কাঁদায় ৩-৪ বার চাষ ও মই দিয়ে কাঁদা করতে হবে।শেষবার চাষ দেওয়ার আগে জমিতে ৫-৬ দিন জল দাঁড় করিয়ে রেখে মাটি পচিয়ে নিতে হবে এবং চাষ দেবার পরই মই দিয়ে জমি সমান করতে হবে।

জলের সুযোগ নিয়ে আউস ধান (রোয়া আউস ,১১০-১১৫ দিন সময়কাল-রবি,তুলসি,অন্নদা,গজপতি,নিধি,মান্ডবিজয়া,ত্রিগুনা,রেনু,পিএন আর-৩৮১,৫১৯, নরেন্দ্র ধান ৯৭,১১৮,৩৫৯, আই-ই-টি ২২৩৩ ইত্যাদি) রোপন করুন ।মূল জমি তৈরীর সময় একর প্রতি জৈব সার ৫ টন ও রাসায়নিক সার হিসাবে নাইট্রোজেন ৭ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১৪ কেজি করে মাটিতে মিশিয়ে দিন। চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি দূরত্বে রোয়া করুন। প্রতি গুছিতে ৩-৪ টি চারা দিন।

রোয়া আমনের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদি (১২৫ দিন পর্যন্ত) জাতের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ৬ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১২ কেজি, মধ্য মেয়াদি (১২৫-১৩৫ দিন পর্যন্ত) জাতের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ৭ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১৪ কেজিও দীর্ঘ মেয়াদি (১৪০-১৫০ দিন পর্যন্ত) জাতের ক্ষেত্রে যথাক্রমে নাইট্রোজেন ৮ কেজি, এবং ফসফেট ও পটাশ ১৬ কেজি হিসাবে মূল জমিতে শেষ চাষের আগে প্রতি একরের জন্য প্রয়োগ করতে হবে।

আমনের জন্য জলদি জাতের চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি, মাঝারি জাতের চারা ২০ সেমি X ১৫ সেমি এবং নাবি জাতের চারা ২০ সেমি X ২০ সেমি দূরত্বে রোয়া করতে হবে।সাধারনত প্রতি গুছিতে ৩-৪ টি চারা থাকা দরকার,জলার গভীরতা বেশি থাকলে বা চারার বয়স বেশি হলে অথবা নোনা জমিতে প্রতি গুছিতে ৭-৮ টি চারা দরকার।চারা ৫সেমি (২ইঞ্চি)-র বেশি গভীরতায় রোয়া উচিত নয়, এতে পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়।সাধারনত আষাঢ় থেকে শ্রাবনের মধ্যে (জুলাই থেকে মাঝ আগষ্ট) আমন ধান চারা রোয়ার কাজ শেষ করতে হয়।

পাট :

রোগ-পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। **কেড়ি পোকা:**-পাটের চারা ২-৩ ইঞ্চি বড় হলেই কালো রঙের এই পোকার আক্রমনে গাছের ডগাগুলি শুকিয়ে ঢলে পড়ে ও আক্রান্ত জায়গায় গাঁট হয়ে আঁশের মান খারাপ হয়।

ঘোড়া বা তিড়িং পোকা- সবুজ রঙের কীড়া চলার সময় পিঠের কিছুটা অংশ উঁচু করে চলে ও ডগার কচি পাতা খায়।

বিছা পোকা-হলদে রঙের শুঁয়োযুক্ত কীড়া ছোটো অবস্থায় একসঙ্গে থাকে ও পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জালের মতো করে দেয়। প্রতিকারে প্রথমে নিম ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে ঔষধ যেমন, কার্বসালফান-২৫% বা কুইনালফস-২৫-ইসি ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।**মাকড় :** লাল মাকড়ের আক্রমনে নীচের দিকের পুরানো পাতায় হলদে ছিট ছিট দাগ দেখা যায় তবে পাতা কোঁকড়ায় না। তিতা পাটে বেশী আক্রমন হয়। হলদে মাকড় পাতার নীচের দিকে রস চুষ খায় ও পাতা কুঁকড়ে তামাটে হয়ে যায়।

মাকড় দমনে প্রথমে নিম ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে রাসয়নিক ঔষধ যেমন, ডাইকোফল১৮. ৫% বা ফেনাজাকুইন ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

পাটের রোগের মধ্যে কান্ড বা ডাঁটা পচা রোগে এই সময় পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায় যা পরে বড় হয়ে বাদামী পচা অংশের সৃষ্টি করে। প্রতিকারে ম্যানকোজেব ৭৫% ২.৫ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।মোজাইক বা পাতায় ছিটে রোগে পাতায় হলদে ও সবুজ রঙের ছিটে দাগ দেখা যায় ও পাতা কুঁকড়ে যায়।এই রোগের বাহক সাদামাছি নিয়ন্ত্রণের জন অক্সিডিমেটন মিথাইল ২৫% হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

খরিফ ভুট্টা - উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভুট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভুট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউ.পি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভুট্টায় একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ।

আখ:

মুড়ি-আখ চাষে মূলসার প্রয়োগের ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ৭৩ কেজি, ও পটাশ ২৩ কেজি প্রয়োগ করুন।দ্বিতীয় চাপান হিসাবে মূলসার প্রয়োগের ৯০ দিন পর নাইট্রোজেন ৭২ কেজি, ও পটাশ ২২ কেজি প্রয়োগ করুন। এই আখ চাষে রোগ-পোকার আক্রমন বেশী হয় , সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

বসন্ত-কালীন আখে প্রয়োজনীয় সেচ দিন, আগাছা পরিস্কার করুন ও আখ বসানোর ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে প্রয়োগ করুন। সাথী-ফসল হিসাবে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গায় ঢেঁড়স, পুঁই, বরবটি ইত্যাদি শাক-সব্জীর চাষ করুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে - [illegible]

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ